দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

৫৫

চরাঞ্চলের শিশুর শিক্ষা

ভোলা-ঝালকাঠিসহ বিভিন্ন চরাঞ্চলের শিশুরা জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত। উচ্চ শিক্ষা পরের কথা, সাধারণ শিক্ষাও তাহাদের জীবনে কল্পনা-বিলাস। শৈশব পাড়ি দেওয়ার আগেই শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য শিশুদের কাজে যোগ দিতে হয়। জর্দা ফ্যাক্টরী ও বিড়ি ফ্যাক্টরীর কিছু কাজের প্রসঙ্গ বাদ দিলে বেশীরভাগ কাজই ঝুঁকিপূর্ণ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। কঠিন পরিশ্রমসাধ্য এই কাজের ধকল সহ্য করিতে ব্যর্থ হইয়া অনেকে বিপথগামী হইয়া পড়ে। এক সময় তাহাদের কাহারও কাহারও পরিচয় ঘটে মাস্তান ও দুর্বৃত্ত হিসাবে। পক্ষান্তরে দশ-বার বৎসর না হইতেই মেয়ে শিশুদের অনেকের বিবাহ হইয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিবাহ সুখকর হয় না।

শিক্ষার আশা বাদ দিয়া নাবালক বয়সে কাজ করিতে বাধ্য হওয়ার মূল সবক্ষেত্রে প্রায় অভিন্ন। তাহা হইল, দারিদ্র্য দানবের নিষ্পেষণ। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই অবস্থা শুধু উল্লিখিত দুইটি স্থানের চরাঞ্চলে নয়, সব চরাঞ্চলের বস্তির অবস্থাই একরকম। কেবল সামান্য ডিগ্রির প্রভেদ।

দশম শ্রেণী পর্যন্ত সরকার মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা ছাড়াও সীমিতহারে উপবৃত্তি চালু করিয়াছেন। তবে এই সুযোগ গ্রহণ করার ক্ষমতা সকলের নাই। ইহার মধ্যে ভর্তির খরচ এবং বইপত্র ক্রয় করার জন্য টাকা যোগাড় করার অক্ষমতা প্রধান বলা যাইতে পারে। বেলাশেষে বা সন্ধ্যার পর স্কুলগুলি চালু থাকিলে একটি কথা ছিল। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সে সুযোগ নাই। ফলে বিনা বেতনে পড়ার ও উপবৃত্তির সুবিধা এইসব শিশুর ক্ষেত্রে থাকা না থাকা দুই সমান।

শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত শিশুদের বঞ্চনার অভিশাপ হইতে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন দারিদ্র্য বিমোচন। দারিদ্র্যের সঙ্গে সহঅবস্থান নয়। তবে ইহা সময় সাপেক্ষ। উপস্থিত মত এনজিওগুলি কিছুটা অবদান রাখিতে পারে। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দেশে ছোট-বড় বহু বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও প্রতিষ্ঠান আছে। গরীব মানুষের ক্ষমতায়নসহ এইসব প্রতিষ্ঠান নানা কাজে যুক্ত। বড় বড় এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলি এখন লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্যও করিতেছে। কোন কোন এনজিও প্রতিষ্ঠানের জামা-কাপড় এবং অন্যান্য জিনিসের দাম স্বাভাবিকের চাইতে বেশী। এইসব লাভজনক কর্ম তৎপরতা হইতে সরকার কোন রাজস্ব পায় কিনা তাহা ভিন্ন বিষয়। তবে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতায়ন তৎপরতা মূলতঃ শহর, জেলা ও উপজেলাকেন্দ্রিক। এই তৎপরতা সুগন্ধার তীরবর্তী বস্তি ও চরাঞ্চলসহ দুর্গম এলাকাগুলিতে সম্প্রসারিত করা হইলে হতভাগ্য দরিদ্র শিশুরা অশিক্ষার অন্ধকার হইতে আলোর জগতে আসার অন্ততঃ কিছুটা সুযোগ পাইতে পারে। এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলির বিষয়টি ভাবিয়া দেখা উচিত। তবে এইক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষিত সচেতন ও মাতব্বর শ্রেণীর লোকদের ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রত্যাশিত। বিশেষ একটি মহলের এনজিও বিরোধী মানসিকতা প্রশ্রয় দেওয়া হইলে ইহা সম্ভব হইবে না। পক্ষান্তরে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্লাসের সময়কাল বেলাশেষে ও সন্ধ্যার পর করা যায় কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখার প্রয়োজন আছে। কেননা, ক্লাসের সময় তেমনভাবে করা গেলে অনেকের পক্ষে হয়তো কাজের শেষে স্কুলে পড়া সম্ভব হইবে। এইখানে একটি কথা বলা যাইতে পারে যে, অশিক্ষার অন্ধকার দূর করিতে হইলে বাস্তবতা উপেক্ষা করার উপায় নাই। দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা এবং নিরবচ্ছিন্ন কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে দারিদ্র্যের অভিশাপ মুক্তির বিষয় বলাই বাহুল্য।